দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 05 SEP 1998
পৃঃ ৪ কলাম ৭

পরীক্ষা জট, 'শিক্ষক মস্তানি'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মস্তানি, প্রশাসনিক অব্যবস্থা নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। বিভিন্ন আবাসিক হলে সিট দখল, সন্ত্রাস, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হরহামেশাই ঘটছে। কিন্তু এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে যে শিক্ষক মস্তানি চলছে তার খবর হয়তো অনেকেই জানেন না। শিক্ষকরা সবসময়েই শ্রদ্ধার আসনে আসীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানালে আমরা নিন্দা জানাই, ক্লাসে নিয়মিত হাজির না থাকলে তার জন্য শাস্তি আছে। কিন্তু যে শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য ছাত্রছাত্রীরা বছরের পর বছর জিম্মি থাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কি কেউই নেই?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা জট শীর্ষক খবরটি পড়ে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জেগেছে। গত বৃহস্পতিবার সংবাদ–এ প্রকাশিত খবরের সারমর্ম হলো ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ১৯৯৫ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে। এখনও ফল প্রকাশিত হয়নি। ফলে পরবর্তী ব্যাচের পরীক্ষার তারিখ পর পর দুবার ঘোষণা দেয়া হলেও আগের ব্যাচের ফল প্রকাশিত না হওয়ায় তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এছাড়া গত বছর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত অনার্স পরীক্ষার ফলও এখন পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। জানা গেছে, বিভাগীয় কতিপয় শিক্ষকের গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারণেই উক্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে না। এসব শিক্ষক সার্বক্ষণিক এনজিও কনসালটেন্সি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার কথা। সেখানে ১২ মাসেও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স ও অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ না পাওয়ার জন্য কারা দায়ী সেটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের যে শিক্ষকরা এই অপকীর্তিটি ঘটিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কেন এক বছরেও কোন ব্যবস্থা নেয়া গেল না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন? রিপোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা সার্বক্ষণিক এনজিও কনসালটেন্সি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এনজিও'র কর্মকান্ড ও কনসালটেন্সিই যদি তাদের সার্বক্ষণিক কাজ হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষকের খাতায় নামটি রাখারই বা কি প্রয়োজন? একজন শিক্ষকের জন্য নিয়মিত ছাত্রদের ক্লাস নেয়া, সময়মতো পরীক্ষা নেয়া ও খাতা দেখাই তো প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। এর বাইরে তিনি যা খুশি করুন তাতে কারো আপত্তি থাকবে না। আরো দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ং বিষয়টি জানেন। কিন্তু কিছু করতে পারছেন না বা করছেন না। করলে ১৯৯৫ সালের পরীক্ষা ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হত না। এবং তার ফল প্রকাশের বিষয়টি বছরখানেক ধরে ঝুলে থাকতো না। ইতোমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত ৩টি বছর বিশ্ববিদ্যালয় হরণ করে নিয়েছে। এরপরও যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন মেনে চলার আশা করেন তাহলে বলবো তারা বোকার স্বর্গেই বাস করছেন। আইন নিজে ভঙ্গ করে ছাত্রদের আইন মানতে বাধ্য করা যাবে না।

কেবল সমাজ বিজ্ঞানেই যে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সমস্যাটি রয়েছে তা নয়, অন্যান্য বিভাগেও কমবেশি আছে। সেক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন সংগঠন আছে, তেমনি শিক্ষকরাও নীল– সাদা– গোলাপি প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে সারাক্ষণ ক্যাম্পাস রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন অথবা কনসালটেন্সি করেন। ছাত্রদের পড়াশুনা করানো বা পরীক্ষার খাতা দেখার সময় কোথায় তাদের?

কনসালটেন্সি বা বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কোন কাজের জন্য পরীক্ষার খাতা না দেখাকে আমরা কি বলব? কর্তব্যে অবহেলা বললেও কম বলা হবে। এটি শিক্ষক মস্তানি ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র সন্ত্রাস ছাত্র মস্তানি বন্ধের পাশাপাশি এ ধরনের শিক্ষক মস্তানিও বন্ধ করা প্রয়োজন।